পুলিশ সপ্তাহ ২০১৭ উপলক্ষে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

শাপলা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১১ মাঘ ১৪২৩, ২৪ জানুয়ারি ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
আইজিপি,
উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তাগণ,
সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পুলিশের কার্যক্রম পর্যালোচনা, মূল্যায়ণ এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ-পুলিশ সপ্তাহের অন্যতম লক্ষ্য। পুলিশ সপ্তাহের এই আয়োজনে সরকার ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে পুলিশের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে।

শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ ও সম্ভ্রম হারানো ২ লাখ মা-বোনদের।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে পাক-হানাদারদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেন রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্ এর পুলিশ সদস্যগণ। মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকারী বীর পুলিশ সদস্যদের আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী জামায়াত-শিবির ও তাদের দোসররা বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। দেশকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে তারা দেশব্যাপী হরতাল ও অবরোধের নামে ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালায়। তারা বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে।

বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে তাদের সহিংসতা, নাশকতা, জ্বালাও-পোড়াও মোকাবিলা করে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংসের এ অপচেষ্টাকে পুলিশ বাহিনী নস্যাৎ করে দেয়। পুলিশ বাহিনী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখে জনজীবনে স্বস্তি ও আস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পুলিশ ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিতে এবং শান্তি বজায় রাখতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারেও কুণ্ঠিত হননি। এমন আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠায় সরকারের পক্ষে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

আমরা দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু দেশি-বিদেশী একটি চক্র আমাদের এ অগ্রযাত্রাকে বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। গণতান্ত্রিক পথে মানুষের মন জয় করতে ব্যর্থ হয়ে তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে।

জঙ্গিবাদ দমনে দেশের পুলিশ বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতা, সাহসিকতা, পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিয়েছে। সম্প্রতি আশুলিয়ার আশকোনায় ও মিরপুরের কল্যাণপুরে পুলিশ জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সফল অপারেশন চালিয়েছে।

অগণতান্ত্রিক শক্তি বাংলাদেশের উপর 'আইএস' মোড়ক লাগিয়ে এদেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে অপচেষ্টা চালাচ্ছে। কোমলমতি যুবক-যুবা ও কিশোরদের ধর্মের নামে বিভ্রান্ত করে জঙ্গিবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে।

আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানে জঙ্গিরা একের পর এক ধরা পড়ছে, সাথে মাস্টারমাইন্ড মূল হোতাদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এদেশে জঙ্গিবাদের কোন ঠাঁই হবে না। এদেশের মাটিকে সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।

হলি আর্টিজান এবং শোলাকিয়ায় জঙ্গি হামলা মোকাবিলায় ০৪ জন পুলিশ সদস্য জীবন দিয়েছেন। নির্ভীক এই ০৪ পুলিশ সদস্যের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অসংখ্য প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।

জঙ্গিবাদের মূলোৎপাটনে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পদক্ষেপে দেশকে বড় ধরণের নাশকতা ও অস্থিতিশীলতার হাত থেকে রক্ষা করেছে। জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদ দমনে আমাদের সরকারের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর ও সুস্পষ্ট। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পুলিশ সদস্যগণ অত্যন্ত দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে।

গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকায় বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাহসিকতা, আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করে জনমনে আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশ আজ জনগণের বিশ্বস্ত ঠিকানা। দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কিংবা জঙ্গি সন্ত্রাস মোকাবিলা অথবা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তি রক্ষা মিশন- সর্বত্র পুলিশ সদস্যরা সুনামের সঙ্গে কাজ করছে।

উপস্থিত পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ,

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে যুক্ত হয়েছে। উন্নয়নের সকল সূচকে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে আজ আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্ত ভিত তৈরী হয়েছে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, বৈদেশিক নীতি ও সম্পর্ক, গ্রামীণ ও নগর অবকাঠামো, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক নিরাপত্তা-প্রতিটি সেক্টরেই আজ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় পুলিশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান, সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে অপরাধ দমন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ এবং নিরাপত্তার সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণই হচ্ছে বিনিয়োগ ও উন্নয়নের প্রথম সোপান।

আমার সরকার গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্যের প্রতি আমার আহবান আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সংরক্ষণ, সংবিধান ও গণতন্ত্র সুরক্ষার কার্যক্রমে ইস্পাত কঠিন মনোবল নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে পুলিশ সদস্যরা তাদের জন্য বিশেষ দর্শন হিসাবে পরিচিত 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন' রীতি মেনে কাজ করবে।

বাংলাদেশ পুলিশের সামর্থ্য ও পেশাদারিত্বের উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমি আশা করি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় মানবাধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত প্রতিটি পুলিশ সদস্য তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। বিশেষভাবে বৃদ্ধ, নারী-শিশু ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি পুলিশকে আরও সংবেদনশীল হতে হবে।

উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,

আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৭৩৯টি ক্যাডার পদসহ ৩২ হাজার ০৩১টি পদ সৃষ্টি করেছি। এই পদ বাড়ানোর পরেও দেশের জনসংখ্যা অনুপাতে পুলিশের জনবল অপ্রতুল। তাই আমরা বাংলাদেশ পুলিশে আরও ৫০ হাজার নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতোমধ্যে প্রায় ৪১ হাজার পদ সৃজন করা হয়েছে।

বর্ধিত জনবলের সাথে প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহের বিষয়টিও আমার বিবেচনায় রয়েছে। এতে জনগণকে পুলিশি সেবা প্রদানে পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে এ কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করছি।

জাতির পিতার সরকার ১৯৭৪ সালে পুলিশে নারীদের নিয়োগ দেন। বর্তমান সরকার পুলিশে নারী পুলিশ নিয়োগ বাড়িয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও বাংলাদেশী নারী পুলিশ সদস্যরা দক্ষতার সাথে কাজ করছে।

আপনাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা বৈশ্বিকমানে উন্নীত করতে আন্তর্জাতিক পুলিশি সংস্থা সমূহের সাথে যৌথ প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি আহরণ ও তথ্য বিনিময়ের উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। পুলিশের জনবল বৃদ্ধি, বিশেষায়িত ইউনিট গঠন, প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নে আমরা যে ধারা সূচনা করেছি তা পূর্ণমাত্রায় অব্যাহত থাকবে।

পুলিশের কর্মক্ষেত্র ও কর্মব্যাপ্তি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও পুলিশের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকের দিনে জনবান্ধব পুলিশ তাই জনপ্রত্যাশায় রূপান্তরিত হয়েছে। ওপনিবেশিক আমলের ধ্যান-ধারণার বাইরে এসে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনাদের মেধা মনন, সততা ও নিষ্ঠা দিয়ে জনসম্পৃক্তা বৃদ্ধি করতে হবে। জনগণের সেবক রূপে নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ় ও সংহত করতে সকল ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

একজন কর্মকর্তা যদি নিজের বিবেকের কাছে স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ থাকেন, তবে কোন ভয়-ভীতি বা প্রলোভনই তাঁকে ন্যায়বোধ ও কর্তব্যবোধ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। প্রতিটি পুলিশ সদস্যকে অসহায় ও বিপন্ন মানুষের প্রতি সেবার হাত প্রসারিত করতে হবে। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে জনগণের সাথে নিবিড় সেতুবন্ধন রচনা করতে হবে।

পুলিশে বিদ্যমান সমস্যা নিরসনে সরকার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আমি আশা করি, আপনাদের উত্থাপিত সমস্যার সমাধান যৌক্তিক সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হবে। আগামী দিনগুলোতেও পুলিশ বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জনসেবার মহান ব্রতকে সামনে রেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে-এটাই জাতির প্রত্যাশা।

রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের তালিকায় অবস্থান করবে। গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেই আমরা জাতির পিতার ‘স্বপ্নের সোনার বাংলা’ গড়ে তুলতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি বাংলাদেশ পুলিশের সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও অব্যাহত অগ্রযাত্রা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...